দৈনিক বাংলা

তারিখ ৩০/৫/৮১
পৃষ্ঠা

যশোরে ৩০টি খালের মধ্যে মাত্র ১৭টির খনন কাজ সম্পন্ন

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

ঝিকরগাছা (যশোর) ২৮শে মে। — যশোর জেলার খাল খননের দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এ সময় হাতে নেয়া ৩০টির মধ্যে মাত্র ১৭টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ১৩টির কাজ চলতি মওসুমে শেষ হবার সম্ভাবনা নেই। উপর্যুপরি বৃষ্টিপাত এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকার নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতায় খনন কাজে সাফল্য অর্জিত হয়নি। এ অভিমত খনন কাজে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাদের।

অন্যদিকে সম্পন্ন হওয়া ১৭টি খালের অধিকাংশে শুষ্ক মওসুমে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ফলে ইরি-বোরোর চাষ করা সম্ভব হবে না [illegible] চাষীরা আশংকা প্রকাশ করছেন।

তাছাড়া খননের সাফল্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের রিপোর্ট সব ক্ষেত্রে সঠিক নয়। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরঞ্জিত রিপোর্ট পরিবেশিত হয়েছে। যা বাস্তব সম্মত নয়। পুনঃ খননকৃত অনেক খাল নাম মাত্র খনন করা হয়েছে। অবশ্য কয়েকটি খালের খননে সাফল্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ নেই।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন দফতরের উপমন্ত্রী বেগম কামরুন্নাহার জাফর সম্প্রতি কুমিল্লায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

এখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে খনন কাজ শুরু হয় ১৯৮০ সালের ২০শে নভেম্বর থেকে। সম্পন্ন হবার কথা ছিল চলতি সালের ১৫ই মের মধ্যে। ৩০টি খালে মাটি কাটার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১ কোটি ৬৭ লাখ ৮৫ হাজার ১৩ ঘনফুট। যার দৈর্ঘ্য হবে ১শ ১০ দশমিক ৮০ মাইল। সেচ আওতায় আসার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭ হাজার ৭শ ১৫ একর জমি। এতে অতিরিক্ত ৬ কোটি ৩৪ লাখ ৬৮ হাজার ৮শ টাকার ৪ লাখ ২১ হাজার ২শ ৫৫ মন ধান গম শাক সবজি ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।

গত ২২শে মে পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়া ১৭টি খালে ৭ কোটি ১৬ লাখ ১৫ হাজার ২শ ২৭ ঘনফুট মাটি কাটা হয়েছে। খননকৃত খালের দৈর্ঘ্য ৪৯ দশমিক ৮৫ মাইল।

সদর[illegible]মার ৭টির মধ্যে ২টি, ঝিনাইদহের [illegible]টির মধ্যে ৩টি, মাগুরায় ১১টির মধ্যে ৭টি এবং নড়াইলের ৫টির মধ্যে ৫টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সমস্ত খনন কাজই ছিল পুনঃখনন প্রকল্প। এগুলির মধ্যে সদরের মুক্তেশ্বরী, মাগুরার হাওড়খালী ও হানুনদীর খনন কাজ প্রশংসার দাবী রাখে। খননকৃত অধিকাংশ খালের মাটির হিসেবে অতিরঞ্জিত সাফল্য দেখানো হয়েছে। কর্তৃপক্ষের রিপোর্টে সম্পন্ন হওয়া যশোর-নড়াইল রাস্তা পার্শ্ববর্তী খাল বাস্তবে সম্পন্ন হয়নি।

তবে বৃষ্টিতে খনন কাজ ব্যাহত হয়েছে। অনেক স্থানে পাওয়ার পাম্প দিয়ে পানি সেচ করে খনন কাজ চালাতে হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকার নেতৃবৃন্দের অসহযোগিতাও এবারে ছিল লক্ষণীয় বিষয়। ফলে জনগণের অংশগ্রহণ ছিল প্রথম পর্যায়ের তুলনায় কম।

যশোরের জেলা উন্নয়ন সমন্বয়কারী, জেলার অধিকাংশ সংসদ সদস্য এবং জেলা ও মহকুমা প্রশাসন খনন কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন।